কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নংঃ ১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.১৮/ ১৬৬৪(৮৭) তারিখঃ 20/02/2020

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
------------------------অঞ্চল (সকল)।

বিষয়ঃ আমের রোগ ও পোকা আক্রমণে করণীয়।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, আম বাংলাদেশের একটি বানিজ্যিক ফল। বর্তমানে সারা দেশে আম গাছ মুকুল অবস্থায় আছে। আমের বিভিন্ন রোগ ও পোকা আক্রমণে এই ফলের গুনগত মান নষ্ট হয়। অধিক ফলন ও বিভিন্ন গুনগত মান সম্পন্ন আম উৎপাদনের জন্য আম গাছ রোগ ও পোকা মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আমের রোগ ও পোকা দমনে করণীয়:

১. মুকুল বের হওয়ার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে **হপার পোকা** দমনে এসিটাফেট গ্রুপের যেমন এগ্রোফেট ৭৫ এসপি ২.৫ গ্রাম অথবা এসিটামিপ্রিড গ্রুপের যেমন বিসমার্ক ২০ এসপি অথবা সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের রিপকর্ড/বাসাথ্রিন ১০ ইসি ১ মিলি এবং আমের **এনথ্রাকনোজ রোগ** দমনে এজোক্সট্রবিন (২০%)+ সাইপ্রোকোনাজল (৮%) গ্রুপের যেমন ডোভার ২৮ এসপি অথবা এজোক্সট্রবিন (২০%)+ ডাইফিকোনাজল (১২.৫%) গ্রুপের যেমন এমিস্টার টপ অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের নোইন ৫০ ডব্লিউপি ১ মিলি অথবা প্রোপিকোনাজল গ্রুপের টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে যে কোন একটি কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে প্রথমবার এবং এর এক মাস পর আম মটর দানা আকৃতি হলে দ্বিতীয় বার আমগাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালোভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২. ফলের মার্বেল অবস্থায় **আমের উইভিল ও ফল ছিদ্রকারী পোকা** আক্রমণ দেখা গেলে দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের রিপকর্ড/বাসাথ্রিন ১০ ইসি ১ মিলি অথবা ফেনিট্রথিয়ন গ্রুপের সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১.১২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে মধ্য মার্চ হতে ১০-১৫ দিন পর পর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

৩. আম গাছে **জাব পোকা** এবং **মিজ পোকা** আক্রমণ দেখা দিলে ভালোভাবে পরীক্ষা না করে এ পোকার উপস্থিতি জানা সম্ভব নয়। এ জন্য এ পোকা দমনের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করে ১০-১৫ দিনের ব্যবধানে মুকুল ও আম মটর দানা অবস্থায় ফেনিট্রথিয়ন গ্রুপের সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১.১২ মিলি অথবা ডাইমেথয়েড গ্রুপের টাফগড় অথবা সানগড় ১ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ২ বার স্প্রে করলে এ পোকা থেকে সহজেই গাছের ফুল ও ফল রক্ষা পাবে।

৪. ফল পরিপক্কতার সময় **মাছি পোকা** দমনের জন্য ফেনিট্রথিয়ন গ্রুপের সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ১.১২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে শেষ বিকালে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ফল সংগ্রহের এক মাস পূর্বে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বা ব্যাগিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

৫. ফল সংগ্রহের **১৫-২০ দিন পূর্বে** সকল ধরনের কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশক স্প্রে বন্ধ রাখতে হবে।

তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (জানুয়ারি ২০১৯)।

20/02/2020
(এ জেড এম ছাব্বির ইবনে জাহান)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন নং ঃ ৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

১. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা,পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।